রাদ আহমদ

আমার বাঁ পাশে ডেথ

আমার বাঁ পাশে ডেথ- স্টাডি করা গবেষক
আমরা ডেথ- স্টাডি করতে করতে
ইকোনমিকাল আর সোশ্যাল
এমনকি সিজনাল ভাবে আমরা
বিশ্লিষ্ট বিদুষক - তোমার জন্যে
অনেক গভীরে আমার কিছু
সন্দেশ রাখা ছিল

গাড়ি চড়া ধর্মগুরু

গাড়ি চড়া ধর্মগুরু তুমি জেম্‌স্‌ বন্ড

রাত খুব গভীর হলে ছেলেপুলেরা কাবাডি খেলায় মেতেছে
উল্লাসে আর হুঙ্কারে আর প্রাগৈতিহাসিক
প্রাগ প্রাগ ঐতিহাসিক
রক্ত পুর্ণিমা
উদাসীন বনের ভিতর উড়েছে
যেন বাদুড়, ধর্মগুরু
তোমার জুতা পালিশ খানা কে করেছে?

কথাগুলা সুতলি বাঁধা একটা টানে অনেক কিছু
উঠে আসে উঠে আসে ঘুড্ডি তুমি
যত নাগরিক হওনা কেন তত কৌনিক গ্রামে গ্রামে চাঁদ উঠিলে
ঐতিহাসিক ধর্মগুরু
তোমার গাড়ি চালনা আমায় মুগ্ধ করেছে

১ নভেম্বর ২০১০ সিরিজ

প্রস্তাবনা

পহেলা নভেম্বরে অম্বরক্লান্ত পাথর আমি পরিনি জ্যোতিষী, আমার ক্লান্ত আত্মীয়তে তুমি ভিড়েছ নিবিড় পতেঙ্গা সৈকত

এসে তাতা থৈথৈ সাগরের ফেনা তরুণেরা কত নিবিড় নিবিড় বৃদ্ধ হলো

পহেলা নভেম্বরে শীতল সুন্দরতা ঘাই মারল

১। প্রতিদিন পাঁচটা

প্রতিদিন পাঁচটা কবিতা লিখতে হবে তাই
অল্প আস্তে হলদে বাতি জ্বালাই
আজকে যে লাইনটা লিখেছিলাম,
"এত ফাঁকা কিভাবে তুমি ফার্মগেইট ?"

সেভাবে ফাঁকা ফোকলা রাতে
অল্প আস্তে বই খাতা জ্বলন্ত
পিঞ্জর নিয়ে- আমার কোনো
ইস্যু নাই আমার কোনো
কর্মক্লান্তি থেকে উৎসারিত হবেনা
নিবিড়
সার্থকতাবোধ প্রতিদিন
এত করে ফাঁকা কেন বিকালের হেমন্তের মঞ্জরি?

পচা কাতলের মত শহরে তুমি নির্বিবাদে দাঁত বসাও

২। পিপহোল

ঋষি ক্লান্ত
ক্লান্ত ঋষি
একটা দরজার মধ্যে পিপহোল
অতিথিফুটো
ক্লান্ত চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে নেই
যেন সব সুন্দর মুহুর্তগুলা
ছানার টুকরা
সাদা তারা হয়ে
আকাশে ফুটে থাকে

নিবিড়তায় ক্লান্ত সময়গুলা
পিপহোল
অতিথিফুটোর গায়ে
জড়ো হয়

৩। লবণদানি

লবণদানিতে চামচ
চামচে লবণদানা
বর্ষাকালে খুব ঘাম হয় চামচে যাওয়া ভিজে
মুখমণ্ডলী, তোমরা নাস্তা করেছ?
সকালে খেয়েছ তো? ক্লান্তি থেকে
জন্ম নেওয়া যত
ইচ্ছা ইচ্ছা সদেচ্ছা একটু উত্তরণে
যাওয়া হাওয়া ঘুরে আসা
ক্লান্ত এরোপ্লেন,
তুমি লবণদানিতে উড়ে এসেছ?

৪। উজ্জ্বল উৎসাহী মাছি

খুব ভয় হয় উজ্জ্বল উৎসাহী মাছি,
গোবেচারা গুনে গুনে সমবায় ভিত্তিতে
শিক্ষা হয় উত্তরণে বা উত্তরিত মাঝে মাঝে
নতুন
গোবেচারাপনা তোমরা
খৈল খাও, ভুষি, খাবারের চাড়িতে পড়বে
নিমগাছ
মৃদুমন্দ হাওয়া এসে ওড়ানো চুল,
আমি খুব ভয়ে কুঁকড়ে আছি

৫। গ্লাস তুমি কেন সটান?

গ্লাস তুমি কেন সটান
অথবা নিজেকে রেখেছ ধরে
অণুগুলো পরমাণুগুলো
আমাদের চোখে ছুরি চালিয়ে ভিন্ন মাত্রায়
ছড়ানো বাড়িওয়ালাকে টাকা

দেওয়া হয়নি দেওয়া হয়নি সকালে
মহান নজরানা খুব

আটকে রাখতে চাইছি নিজেকে
আমাদের ডাইমেনশনে মাত্রায়

তীরধনুক এসে বিঁধে গেলে
পাঁজরের ফাঁকে

ক্ষত ভঙ্গিমা তখনো ফোকলা দাঁতে হাসে?

৬। পিপড়া

পিপড়া তোমাকে পিপড়ে না বলে পিপড়া বলি?
একটা কম্বল ঝাপটাচ্ছে গায়ের উপরে দুঃখ
তোমায় দুঃখু না বলে দুঃখ বলি?
খনখনে লাল চামড়ায় মুখে আপেল তোমাকে
এ্যাপ্‌ল্‌না বলে আপেল বলবকি?

কুঞ্চিত চেহারা তোমায়
কুচকানো না বলে কুচকাওয়াজে
দোহারা গড়ন তোমায়

স্পষ্ট শ্লেটের মত নির্মল চেহারা বলি?

কত যে খুঁজেছি

[pl s not e: এই কবিতাটির প্রতি প্যারাগ্রাফ টানা গদ্যে, অর্থাৎ গদ্য- কবিতার r ange এ মুদ্রিত হবে। ধন্যবাদ]

কত যে খুঁজেছি কত যে খুঁজে খুঁজে খুঁজেছি ট্যানারি মোড়ে বাঁশপাতা ঝরে ঝরে প্রস্তরীভূত তানসেন - প্রস্তরীভূত হতে হতে বাউলেরা অন্ধকার ভালোবাসে, আসলে মধ্যরাতে কাঁচাবাজারের উপরটাতে পাওয়া যাবে গঞ্জিকাসেবন আর আর ময়লা আর বিকালের রোদ যাবে হে যাবে পাওয়া অদৃষ্ট মোমবাতি আলোক

খচিত হোক বিবাহ আর বিবাহের আংটি খচিত আঙুলেরা সাদা আঙুলেরা সংসার ধর্ম হলো কাঁচাবাজার

ওখানে মাঝরাতে দোতালায় গাঁজা পাওয়া যাবে

আরেকটু তীক্ষ্ণতা আরেকটু পাখির পালকে সুন্দর সকালবেলারা ভরপুর রোদে নেয়ে গেয়ে খেলে হেসে যাবে subar u ঝলকাক আইডিবি ভবনে ঝলকাক আরো কিছু নাগরিক হতে হতে নগর হয়ে গেল টিস্যুপেপার হয়ে গেল টাকা পয়সা ইত্যাকার লোভ লালসা হলো কালো কালো ময়লা হলো সংসার ধর্ম

ওখানে বিকালে গঞ্জিকা পাওয়া যায়

গঞ্জিকা হলো ফুল হলো গঞ্জিকা হলো বিশাল প্রতিষ্ঠানের ভিতরে গবেষণারত পুস্তক বলিল দাঁড়াও নগরবর - তিষ্ঠ ক্ষণকাল - তোমাকে সার্চ করব - পকেট থেকে বাইর করো ছুরি মেটাল ঝকঝকে পয়সা এবং এ্যাবনরমালদের ধরে বেঁধে দূরে রাখা দূরে রাখা এনটিটি গাঁজা সাইকোলজিকালি- কতা খুলে ফেল ধামাধ্বাম আর তিষ্ঠ ক্ষণকাল

ওখানে বিকালে রোদ পাওয়া যাবে তির্যক

হাসি পাওয়া যাবে ঠাট্টা আর সাইকেলের চাক্কার মত ঘুরতে থাকা বালকেরা - ওদেরকে হরিজন বলা হয়েছিল নাকি - হরির জন বলে বলে শেষমেশ যাঁহারা গালির আখ্যা দিলেন

তাহারাও প্রতিষ্ঠান আর প্রতিষ্ঠান- বিমূখতা গায়ে মেখে কাজলে কালো কালো চোখ আঁকিলো তানসেনের স্ত্রী

আমরা মর্মাহত প্রস্তরীভূত ফিরে আসি গাঁজা না কিনে গাঁজার ফুল হলো গিয়ে অজগরের গায়ের মত করে সোনালি সবুজ চকচকে ঠোঙ্গা ফকির পিতা মাতার সাথে দুপুরকালীন চকচকে খাদ্য স্ত্রী ঢং subar u প্রতিষ্ঠান কাক মাছ বদন তিষ্ঠ কবর সমস্যা সাবান

স্ট্রিং প্রসঙ্গে চার

[এক]
"আর্‌রে সে তো কিরকম নিজের মত গান গাইয়া গেল - তাইনা?" নিজের মত করে গরুর দুধ দোয়ানো -
চশমাটারে টাইনা নেওয়া চোখের উপরে

"তুমি কি নিছ এখনো কার্যকলাপ?" কার্যের রঙ রামধনু রাঙা - কার্যের রঙ

একেলা ডেরাইভ করা গাড়ি লাল বাতি থেইকা সবুজ হইলে পর

নাচিয়া যাই হাঃ হাঃ

নাচিয়া নাচিয়া

তুমি যা বুঝতেছনা - তার পিছনে আমি
সকল বুঝিবার ঘণ্টি বাজাইয়া যাই

অথবা - এইরকম মনে করি,

' মনে' বলিতে পুনরায় মনে পড়ে ' ক্লদ মনে' - এর পরিচারিকার রূপের পিছনে

আছে নাকি - স্ট্রিং থিওরি অনুযায়ী আরেকটা জগৎ -

আরেকটা জগতের অনুভুতি

জমে আছে মনি ব্যাগে - আমি গুনিয়া গুনিয়া আজকে
দাম মিটাইয়া গাড়িতে একেলা দেখি

লাল আর সবুজ বাতির বর্ণের কারসাজি ...

[দুই]
সকল সময় আপনের পিছনে পড়ে আছি, সময়
দুই ঘণ্টা পরে দিয়ে আপনের বাসে [bus- এ] আমি ভুত

হয়ে ভেসে যাই - যেসকল স্মৃতি পড়ে থাকে - সেগুলা কুড়াই
বাস যাত্রী চশমা ঠিক করে - নড়ে চড়ে - আমি

ইলেকট্রন ঠিক করি, আচ্ছা - ইলেকট্রনের মধ্যে নাকি

স্ট্রিং থিওরি - কাঁপতে থাকা স্ট্রিং ...

... এই ব্রহ্মাণ্ড হয়ে ঐ ব্রহ্মাণ্ডে চলে যায়?

আমি ভাবি ঐ ব্রহ্মাণ্ডে পর- নারীর ব্যাপারে
কঠিন শর্ত আছে কিনা - ধর্মের
গ্রন্থ আছে কিনা আমি নিদারুণ

ধর্ম ছাত্র হয়ে শুনতেছি মানুষের কার্যকলাপ -
একটা দিন যোগাযোগ না হলে

দুনিয়ার সমস্ত রূপ ভেঙ্গে যায়

[তিন]
এইবার স্প্যানিশ এরিনায় ম্যাটাডোর - লাল কাপড়ে
যত্রতত্র - কাছে আসো হে - ফুলের মত

আড়ম্বরহীন দুই চক্ষে বাঁধি কাপড় - দুই চক্ষে
মাটি ছেড়ে যাওয়া বিমানের হাঁসফাঁস

গুড়া গুড়া হয়ে ভেঙ্গে পড়ুক কাম পরবর্তীকালের ঠিকানা আর উৎসব

উৎসবে বিনা আড়ম্বরে তোমার সমস্ত গা, স্ট্রিং

[চার]
আমার কোনো দর্শন নাই - আমি ভাবি ঐ স্ট্রিং কিরকম চুষে চুষে খায় অন্য ব্রহ্মাণ্ড - অন্য ব্রহ্মাণ্ডে আমি - আসলে কিন্তু আমি না - ওখানে অন্য কেউ আছে আমি এই ব্রহ্মান্ডে অংক করি - খাতা থেকে যুগপৎ অংশ কেটে নেই - হ্যাঁ ওটা হলো গিয়ে ফোর বি পেন্সিল

জোরে টান দিলে জোরে টান - কম টান দিলে আধা খ্যাচড়া দুপুর - *ফ্লাওয়ার ' ভাস'* - এ - ফ্লাওয়ার মানে ফুল - ফ্লাওয়ার মানে এরকম শিখালো বাচ্চাদের মা বাবা শিখালো স্কুলে গিয়ে যেইসব শিখতে হয় - স্কুলের সম্বন্ধে আমার কিছু বলার নাই - ঐ বেতনের হিসাবটা করতে হয় বাবা মা করে থাকে আর সামাজিক অবস্থানে কে কতটা কোন লেভেলে - বাচ্চার সহপাঠীরা তো দু চার কথা বলবে - স্কুলের টিচারের সাথে টিচার - সে নাকি খুনসুটি করে মাঝে মাঝে (সুযোগ পেলে) - যেটা আসলে স্ট্রিং-দের কাছে সম্ভবত গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যাপার না -

খুনসুটি সকলে করে - অঙ্গের মিলনে - মনের মিলনে নিজেকে হারাইয়া ফেলা নিজেকে অন্যের মাঝ দিয়ে

কিভাবে কিভাবে যেন খুঁজে পাওয়া - আকাশে তারা আছে আকাশে কিরকম যেন না জানা - আকাশে রোম্যানটিক দৃশ্য আছে

' তারা' মানে যা দিয়ে অন্যেরে বশ করা যায় - শেক্সপিয়ারের মুখরা রমণী - ওখানে আকাশের তারা ছিলনা - বিড়াল ছিল - ছিল কিছু বাস্তবিক সূত্র - ফিজিক্স বিষয়ে চারটা অনুসিদ্ধান্ত - আমি তারপরে কোয়ান্টাম চুষে চুষে স্ট্রিং চুষে

অন্য ব্রহ্মাণ্ডে খুঁজে যাইতেছি তোমার পিছনে অন্য কোনো তোমারে

খুঁজে পাওয়া যায় কিনা

সোয়াম্পটন স্ট্রিট এ গাড়ি চালাতে চালাতে

সোয়াম্পটন স্ট্রিট এ গাড়ি চালানোর মত বিধাতা আমাদের ধরে রেখেছেন

এই যে এরকম এই যে বিশেষণ উদ্বায়ী
রাস্তা ডিভাইডার

ডিভাইডারের রেখা

আমি যদি পড়ে যাই গাড়ি থেকে গাড়ি চালাতে চালাতে

মুণ্ডুপাত। আমরা যদি রাস্তার দিকে যাই

অথবা আকাশের দিকে সুনীল

বিদ্ধস্তেরা এসে ঝরে পড়ে এসে ঝরে পড়বে সোয়াম্পটন

স্ট্রিট- এ হে ইতিহাস

তুমি একটা তৃতীয় বিশ্বের মত গুরুত্বহীন

তোমাকে নিয়ে ফুচকা খাব ফুচকার বিল দেব

আমি বিদেশিনী

বলব জন্মদোষে খুব সূর্যোদয়ের মত হাসি

অথবা আমি ম্যানহোল - ঢাকনা ছাড়া
অথবা রিকশা পেইন্টিং

সোয়াম্পটন স্ট্রিট এ গাড়ি চালাতে চালাতে আমি উদ্বায়ী